

## দশম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা -- চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসাদর্শন --  
ভগবতীর রূপদর্শন -- যেন বলছে, 'লাগ্ ভেলকি'

বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২/১টি ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনি 'ডাক্তার কখন আসিবে' আর 'কটা বেজেছে' বালকের ন্যায় অর্ধৈর্ষ হইয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পরে আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। বালিশ কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্ত হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন! ভাববিষ্ট বালকের ন্যায় হাসিতেছেন -- আর-একরকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন!

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, তিনি একটু সুজি খাইলেন।

মণির কাছে নিভৃতে অতি গুহ্যকথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি একান্তে) -- এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? -- তিন-চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী! -- সেই যে পনের-ষোল বছরের ছোকরার মতো পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেইরকম দেখলাম!

"চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা! -- তারই ভিতর থেকে ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে উঠলো মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। দুইজনেই দিগম্বর! -- তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা!

"দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলতৃষ্ণা পেল। সে একটা পাত্রে করে জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বললাম, 'ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না।' তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর-একগ্লাস জল এনে দিলে।"

[ 'ভয়ঙ্করা কালকামিনী' -- দেখাচ্ছেন, সব ভেলকি ]

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন --

"আবার অবস্থা বদলাচ্ছে! -- প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল! সত্য-মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে! আবার কি দেখছিলাম জান? ঈশ্বরীয় রূপ! ভগবতী মূর্তি -- পেটের ভিতর ছেলে -- তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে! -- ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শূন্য!

"যেন বলছে, লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেলকি! লাগ্!"

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন! 'বাজিরই সত্য আর সব মিথ্যা।'

[সিদ্ধাই ভাল নয় -- নিচু ঘরের সিদ্ধাই]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, তা হল না কেন? এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি -- ও-সব তো সিদ্ধাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঘোর সিদ্ধাই!

মণি -- সেই অধর সেনের বাড়ি থেকে গাড়ি করে আপনার সঙ্গে আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম --  
বোতল ভেঙে গেল। একজন বললে যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি বললেন, দায় পড়েছে,  
দেখবার জন্য -- ও-সব তো সিদ্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ওইরকম হরির লুটের ছেলে -- রোগ ভাল করা -- এ-সব সিদ্ধাই। যারা অতি নিচু ঘর, তারাই  
ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।